বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

[১৯৩২ সংবতে মুদ্রিত ষষ্টিতম সংস্করণ হইতে]

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বর্ণমালা-শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের জন্য এ 'বর্ণপরিচয়' এই গ্রন্থাবলীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছে না; 'উপক্রমণিকা'ও ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই দুই ব্যাপারে তিনি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্যই এগুলি গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল।

পুরাতন 'বর্ণপরিচয়' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সংস্করণ হইতে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হইল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব লিখিত সংস্করণের যে হুবহু পুনর্মুদ্রণ ভূমিকায় এরূপ উল্লিখিত আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ৠকার ও দীর্ঘ ৡকারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।
১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সেই অংশে, পূর্ব্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে।

প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণ স্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি। অকারান্ত—ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ

ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, এই বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

কর্ম্মাটাড়,
১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ

অজগর আনারস ইঁদুর ঈগল উট ঊষা
ঋষি লিচু একতারা ঐরাবত ওল ঔষধ

বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

অ এ ঋ ই ও ঌ ঐ উ ঔ ঈ আ ঊ

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ় য় ং ৎ ঃ ঁ

কোকিল খরগোষ গরু ঘোড়া বেঙ চাঁদ ছাগল জাহাজ ঝাঁকামুটে
তানপুরা টিয়া ঠাকুরমা ডাব ঢাক হরিণ তাল থানা দাঁত ধনুক
নৌকা পেঁচা ফড়িং বাঘ ভোঁদড় মহিষ যাঁতিকল রথ লাটিম বুলবুলি
শেয়াল ষাঁড় সিংহ হনুমান য়াক সং

বর্ণপরিচয়ের পরাক্ষা

ব র ক ধ ঝ জ য য় ষ ঘ ম স খ থ ফ চ ঠ ঢ ঢ় ট
গ ল শ হ ছ ড ড় ঙ ত ভ ঞ দ প ণ ন ব ং ঃ ঁ ৎ

বর্ণযোজনা

কর	ঘট	নখ	পথ	ভয়	বন
খল	জল	দশ	ফল	রস	শঠ
অচল	অপর	অবশ	আদর	আসন	ঈষৎ
অধম	অলস	অসৎ	আলয়	ইতর	ঔষধ
কপট	জগৎ	ধবল	মরণ	লবণ	শকট
গরল	দশম	নয়ন	রজক	বসন	সরল

আকারযোগ

আ া

ক আ কা ম আ মা

উদাহরণ

কাক	ঘাস	দান	পাঠ	মাস	বাস
গান	তাল	নাম	ভাগ	লাভ	শাক
ঘটা	কথা	দয়া	তারা	ভাষা	রাজা
লতা	সভা	জবা	দাতা	মালা	শাখা
কারণ	সাহস	কপাট	কাপাস	বাচাল	ভাবনা
বালক	অগাধ	সমান	পাষাণ	তাড়না	যাতনা

ইকারযোগ

ই ি

ক ই কি ব ই বি

উদাহরণ

তিল	হিম	গতি	দধি	রবি	নিধি
দিন	মণি	যদি	তরি	গিরি	লিপি
কিরণ	নিকট	হরিণ	অগতি	অশনি	শিশির
দিবস	কঠিন	মলিন	অবধি	নিবিড়	বিহিত

ঈকারযোগ

ঈ ী

ক ঈ কী   ত ঈ তী

উদাহরণ

কীট	তীর	নীল	ঘটী	ধনী	বলী
গীত	ধীর	শীত	নদী	জয়ী	শশী

জীবন নীরস শীতল গভীর শরীর অলীক তরণী রজনী পদবী

উকারযোগ

উ ু

ক উ কু   স উ সু

উদাহরণ

কুল	তুষ	মুখ	লঘু	কটু	মধু
ঘুণ	বুধ	সুখ	ঋজু	ঋতু	তনু

কুশল মুখর সুলভ আকুল চতুর মধুর অলঘু অপটু অতনু

উকারযোগ

উ ু

ক উ কু দ উ দু

উদাহরণ

কূপ গূঢ় দূর ধূম ভূত মূঢ় শূল স্তূপ

নূতন পূরণ ভূষণ শূকর ময়ূর মসূর অকূল অপূপ

ঋকারযোগ

ঋ ৃ

ক ঋ কৃ ত ঋ তৃ

উদাহরণ

কৃশ* গৃহ* ঘৃত* তৃণ* দৃঢ়* ধৃত* নৃপ* মৃগ*

কৃপণ পৃথক বৃহৎ

অকৃত* আদৃত* অনৃত* অমৃত* আবৃত* মসৃণ*

একারযোগ

এ ে

ক এ কে দ এ দে

উদাহরণ

কেশ খেদ তেজ দেশ ভেক মেঘ বেশ শেষ

কেবল চেতন ছেদন পেচক মেলক লেখক বেতন শেখর সেবক

আদেশ অনেক অপেয়* অভেদ আবেশ অশেষ

ঐকারযোগ

ঐ ৈ

ক ঐ কৈ দ ঐ দৈ

উদাহরণ

জৈন তৈল দৈব* বৈধ* শৈল* হৈম*

কৈতব ধৈবত ভৈরব বৈভব শৈশব সৈকত

ওকারযোগ

ও ো

ক ও কো দ ও দো

উদাহরণ

কোণ গোল চোর দোষ বোধ ভোগ রোগ লোভ শোক

কোমল গোপন ভোজন মোদক রোদন লোচন

চকোর কঠোর কপোত অবোধ আমোদ অশোক

ঔকারযোগ

ঔ ৌ

ক ঔ কৌ প ঔ পৌ

উদাহরণ

কৌল গৌর তৌল ধৌত* পৌষ মৌন* লৌহ* শৌচ

কৌশল গৌরব যৌবন সৌরভ

মিশ্র উদাহরণ

সাধু শিখা শোভা রীতি নীতি নাড়ী রাশি
পূজা বেণু বায়ু নৌকা সুখী ভূমি খেলা
ধেনু লীলা সেবা রিপু ধাতু কৃপা সীমা
নাভি ঘৃণা মেধা তালু বীণা পীড়া হানি

বিকার বিনাশ পৃথিবী বিচার একাকী মৃগয়া দুরাশা
আকৃতি কোকিল শৃগাল কৌতুক বালিকা নিরীহ* পিপাসা
মানুষ বিড়াল নিষেধ নীরোগ দয়ালু সোপান মেধাবী

মিশ্র উদাহরণ

অধিকার সমুদায় পরিণাম বিপরীত পরিশোধ অনুতাপ পরিবার
পরিহাস অনুরাগ অনুপায় অভিলাষ আলোচনা নিবারণ কৌতূহল
পুরাতন অবিচার পরিতোষ অনুমান অভিমান অনুযোগ বিবেচনা

অনুধাবন পরিবেশন অনধিকার নিরপরাধ অনুশোচনা
অকুতোভয় অনুশীলন অনুমোদন অবিবেচনা অভিনিবেশ
নিরভিমান পরিদেবনা পারলৌকিক পারিতোষিক

অনুস্বারযোগ

ং

অ ং অং ব ং বং

উদাহরণ

অংশ* বংশ* হংস* মাংস* সিংহ* হিংসা

দংশন সংশয় সংযোগ সংসার বিংশতি মীমাংসা

বিসর্গযোগ

ঃ

ক ঃ কঃ ন ঃ নঃ

উদাহরণ

দুঃখ* দুঃখী দুঃখিত দুঃশীল নিঃশেষ নিঃসৃত*

দুঃসময় দুঃসাহস অধঃপাত মনঃপূত* নিঃসহায় পুনঃপুনঃ

চন্দ্রবিন্দুযোগ

ঁ

কা ঁ কাঁ চা ঁ চাঁ

উদাহরণ

চাঁদ দাঁত পাঁচ ফাঁদ বাঁক হাঁস কাঁচা চাঁপা তাঁবা

কাঁটাল পাঁকাল কাঁসারি সাঁখারি

বর্ণ বিশেষে উ ঊ ঋ যোগের বিশেষ

গ উ গু

উদাহরণ

গুড় গুণ অগুণ বিগুণ গুহা গুণবান

র উ রু

উদাহরণ

রুচি রুধির তরু করুণা অরুণ নিরুপায়

শ উ শু

উদাহরণ

শুক শুচি পশু শিশু অশুভ* কিংশুক

হ উ হু

উদাহরণ

বহু বাহু রাহু আহুতি বহুমান হুতাশন

র ঊ রূ

উদাহরণ

রূঢ় রূপ সরূপ নিরূপণ আরূঢ়* অপরূপ

হ ঋ হৃ

উদাহরণ

হৃত* হৃদয় সুহৃৎ সহৃদয় আহৃত* অপহৃত*

১ পাঠ

বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।

২ পাঠ

পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।

৩ পাঠ

কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।

৪ পাঠ

কি পড়। কোথা যাও। ধীরে চল। কাছে এস। বই আন।

৫ পাঠ

নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী। কাল পাথর। সাদা কাপড়। শীতল জল।

৬ পাঠ

বাহিরে যাও। ভিতরে এস। কপাট খোল। কাগজ রাখ। কলম দাও।

৭ পাঠ

আমি যাইব। তোমরা যাও। আমরা যাইতেছি।
সে আসিবে। তিনি গিয়াছেন। তাহারা আসিতেছে।

৮ পাঠ

কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।
গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।

৯ পাঠ

আমি মুখ ধুইয়াছি।
রাখাল কাপড় পরিতেছে।
ভুবন কাপড় পরিয়াছে।
গোপালের পড়িবার বই নাই।
মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে।
যাদব এখনও শুইয়া আছে।
রাখাল সারাদিন খেলা করে।

১০ পাঠ

রাম, তুমি হাসিতেছ কেন।
নবীন কেন বসিয়া আছে।
আমি আজ পড়িতে যাইব না।
তিনি এখানে কখন আসিবেন।
আমরা কাল সকালে যাইব।
তুমি একলা কোথায় যাইতেছ।
তোমরা এখানে কি করিতেছ।

১১ পাঠ

তুমি কখন পড়িতে যাইবে।
যদু কাল সকালে আসিবে।
তোমার গৌণ হইল কেন।
আমি আজ বিকালে যাইব।
কাল আমরা পড়িতে যাই নাই।
আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব
কাল রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।

১২ পাঠ

কখনও মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

১৩ পাঠ

তারক ভাল পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।
কৈলাস কাল পড়া বলিতে পারে নাই।
আজ অসুখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব না।
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

১৪ পাঠ

আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে, পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়া দিবেন না।

১৫ পাঠ

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে। তুমি কাপড় পর। আমার বই লইয়াছি। তোমার বই কোথায়। এস যাই, আর দেরি করিব না। কাল আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম; সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

১৬ পাঠ

দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি, আর কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না।

১৭ পাঠ

নবীন কাল তুমি, বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে মানুষ, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও, আমি সকলকে বলিয়া দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

১৮ পাঠ

গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ ; সারা দিন খেলা করিয়াছ ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।

১৯ পাঠ

গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনী গুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায় হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না ; সকলের আগে পাঠশালায় যায় ; পাঠাশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে ; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে ; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয় ; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা

কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দুবেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।

২০ পাঠ

গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে; সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখালও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার বই হারাইলে, আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

২১ পাঠ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

সম্পূর্ণ

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

[১৯৩৩ সংবতে মুদ্রিত দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ হইতে]

সম্পাদকীয় মন্তব্য

বর্ণমালা-শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের জন্য এ 'বর্ণপরিচয়' এই গ্রন্থাবলীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছে না ; 'উপক্রমণিকা'ও ব্যাকারণ-শিক্ষাথীর সাহায্যের জন্য গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই দুই ব্যাপারে তিনি যে নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা প্রদর্শনের জন্যই এগুলি গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল।

পুরাতন 'বর্ণপরিচয়' আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে সংস্করণ হইতে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হইল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব লিখিত সংস্করণের যে হুবহু পুনর্মুদ্রণ ভূমিকায় এরূপ উল্লিখিত আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুসঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটী পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত এবং চারিটী নূতন পাঠ সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯৩৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংযুক্ত বর্ণ

য ফলা

য ্য

ক	য	ক্য	ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ	য	খ্য	মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ	য	গ্য	ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ	য	চ্য	বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ	য	জ্য	রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ।
ট	য	ট্য	নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ	য	ঠ্য	লাঠ্য।
ড	য	ড্য	জাড্য, তাড্যমান।
ঢ	য	ঢ্য	আঢ্য, ধনাঢ্য।
ণ	য	ণ্য	পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য।
ত	য	ত্য	নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু।
থ	য	থ্য	তথ্য, পথ্য, মিথ্যা।
দ	য	দ্য	অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ।
ধ	য	ধ্য	ধ্যাতব্য, ধ্যান।
ন	য	ন্য	অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্যায়।
প	য	প্য	রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত।
ভ	য	ভ্য	লভ্য, সভ্য, অভ্যাস।
ম	য	ম্য	রম্য, অগম্য, বৈষম্য।
য	য	য্য	অজয্য, আতিশয্য, শয্যা।
ল	য	ল্য	বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ।
ব	য	ব্য	নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি।
শ	য	শ্য	অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল।

ষ য ষ্য দূষ্য, পোষ্য, শিষ্য।
স য স্য নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য।
হ য হ্য সহ্য, বাহ্য, লেহ্য।

প্রথম পাঠ

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখনও লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয়, সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন, তাহা করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভাল বাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চির কাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

র ফলা

র ্র

ক র ক্র বক্র, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ।
গ র গ্র অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম।

ঘ	র	ঘ্র	শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।
জ	র	জ্র	বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত।
ত	র	ত্র	গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম।
দ	র	দ্র	রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, মুদ্রিত।
ধ	র	ধ্র	গৃধ্র, ধ্রিয়মাণ।
প	র	প্র	প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ।
ভ	র	ভ্র	শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রুকুটি।
ম	র	ম্র	আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট।
ব	র	ব্র	ব্রণ, ব্রত, ব্রীড়া।
শ	র	শ্র	শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান
স	র	স্র	সহস্র, সংস্রব, স্রাব, স্রোত।
হ	র	হ্র	হ্রদ, হ্রাস, হ্রিয়মান।

দ্বিতীয় পাঠ

১। শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

২। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না। অধিক দিন মনে থাকিবে না। পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমায় ঘৃণা করিবে।

ল ফলা

ল ্ল

ক	ল	ক্ল	শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।
গ	ল	গ্ল	গ্লপিত, গ্লানি।
প	ল	প্ল	বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।
ম	ল	ম্ল	অম্ল, ম্লান, অম্লান।
ল	ল	ল্ল	পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক, কল্লোল।
শ	ল	শ্ল	শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্লেষ।
হ	ল	হ্ল	আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা

ক	ব	ক্ব	পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব।
জ	ব	জ্ব	জ্বর, জ্বলিত, জ্বালা।
ট	ব	ট্ব	খট্বা, খট্বিকা।
ত	ব	ত্ব	ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।
দ	ব	দ্ব	দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।
ধ	ব	ধ্ব	ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী।
ন	ব	ন্ব	অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ।
ল	ব	ল্ব	বিল্ব, পল্বল।
শ	ব	শ্ব	অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত

স ব স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী।
হ ব হ্ব বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান।

তৃতীয় পাঠ

সুশীল বালক

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভালবাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সত্বর তাহা করে, যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখাপড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত এই ভাবে, লেখা পড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী দিগকে বড় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা কয়, কেহ তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা ধমকাইলে, রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। সে জানে, পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না।

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন।

ণ ফলা

ণ ্ণ

ণ ণ ণ্ণ নিষণ্ণ, বিষণ্ণ, ষণ্ণবতি।
ষ ণ ষ্ণ কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
হ ণ হ্ণ পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

ন ফলা

গ ন গ্ন ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়।
ঘ ন ঘ্ন বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিঘঘ্ন।
ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।
ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান
ম ন ম্ন নিম্ন, নিম্নগা, আম্নায়।
স ন স্ন স্নপিত, স্নান, স্নেহ।
হ ন হ্ন চিহ্ন, নিহ্নব, বহ্নি, আহ্নিক।

ম ফলা

ম ্ম

ক ম ক্ম রুক্ম, রুক্মিণী।
গ ম গ্ম তিগ্ম, বাগ্মী।

ঙ	ম	ঙ্ম	বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ট	ম	ট্ম	কুট্মল, কুট্মমিত।
ণ	ম	ণ্ম	মৃণ্ময়, হিরণ্ময়।
ত	ম	ত্ম	আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়।
দ	ম	দ্ম	পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী।
ধ	ম	ধ্ম	আধ্মাত, আধ্মান।
ন	ম	ন্ম	জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম	ম	ম্ম	সম্মত, সম্মান, সম্মুখ।
ল	ম	ল্ম	গুল্ম, শাল্মলী, উল্মুক।
শ	ম	শ্ম	শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর।
ষ	ম	ষ্ম	উষ্ম, উষ্মাগম।
স	ম	স্ম	ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত
হ	ম	হ্ম	জিহ্মা, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

চতুর্থ পাঠ

যাদব

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে এক দিনও বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এই রূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

এক দিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটী বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভুবন! আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে, যখন সকলে বাড়ী যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব।

ভুবন কহিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না। সারাদিন খেলা করিলে, পড়া হবে না। কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল, অভয়! আজ পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি।

অভয় কহিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা, তুমি এক দিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে, আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে, লেখা পড়া কিছুই হবে না। কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখা পড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পায়।

এই বলিয়া অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে আইসে না। পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভাল বাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

রেফ

র ˊ

র ক র্ক তর্ক, কর্কশ, শর্করা।

র খ র্খ মূর্খ, মূর্খতা।

র গ র্গ দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ।

র ঘ র্ঘ দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত

র	জ	র্জ	নির্জন, দুর্জন, নির্জীব।
র	ঝ	র্ঝ	ঝর্ঝর, নির্ঝর।
র	ণ	র্ণ	কর্ণ, বর্ণ, নির্ণয়, নির্ণীত।
র	থ	র্থ	অর্থ, সার্থক, সমর্থ, অর্থাৎ।
র	দ	র্দ	নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ।
র	ধ	র্ধ	নির্ধন, নির্ধূম, নির্ধৌত।
র	ন	র্ন	দুর্নয়, দুর্নাম, দুর্নিবার।
র	প	র্প	সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর
র	ব	র্ব	দুর্বল, নির্বোধ।
র	ভ	র্ভ	নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা।
র	ল	র্ল	দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ।
র	শ	র্শ	দর্শন, পরামর্শ, দর্শিত।
র	ষ	র্ষ	হর্ষ, বিমর্ষ, বর্ষা, বার্ষিক।
র	হ	র্হ	বর্হ, গর্হিত।

পঞ্চম পাঠ

নবীন

নবীন নামে একটী বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভাল বাসিত যে, সারা দিন পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, একবারও লেখা পড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

এক দিন, নবীন দেখিল, একটী বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে, তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এস দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখা পড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে, ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে

সে কাজ করি। এজন্যে বাবা আমাকে ভাল বাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভাল বাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখা পড়ায় অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূরে গিয়া দেখিল, একটি বালক, চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে কহিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা কহিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময়, কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে অবহেলা করিব না।

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া কহিল, আয় না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল কহিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে, গরু চরান হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা এক দিন বলিয়াছেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চির কাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিব না।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না। কেবল আমিই সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াই। সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য, তারা সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হলে, আমি চির কাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে

পারিলে, আর আমায় ভাল বাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না। আর আমি লেখা পড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখা পড়ার সময় লেখা পড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখা পড়ায় মনোযোগ করিল। তার পর, আর সে সারাদিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে লেখা পড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে

ক	ক	ক্ক	চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক	ত	ক্ত	রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক	ষ	ক্ষ	ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ	ধ	গ্ধ	দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ	ক	ঙ্ক	অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।
ঙ	খ	ঙ্খ	শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।
ঙ	গ	ঙ্গ	অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।
ঙ	ঘ	ঙ্ঘ	লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘিত।
চ	চ	চ্চ	উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।
চ	ছ	চ্ছ	তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ।
চ	ঞ	চ্ঞ	যাচ্ঞা।
জ	জ	জ্জ	কজ্জল, লজ্জা, লজ্জিত।
জ	ঝ	জ্ঝ	কুজ্ঝটিকা।
জ	ঞ	জ্ঞ	বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়।
ঞ	চ	ঞ্চ	চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত।
ঞ	ছ	ঞ্ছ	লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।
ঞ	জ	ঞ্জ	অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন।
ট	ট	ট্ট	অট্টহাস, অট্টালিকা।

ড় গ ড়্গ খড়্গ, খড়্গাঘাত।

ণ ট ণ্ট কণ্টক, বণ্টন।

ণ ঠ ণ্ঠ কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।

ণ ড ণ্ড খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডূষ।

ত ত ত্ত উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি, উত্তেজনা।

ত থ ত্থ উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।

দ গ দ্গ মুদ্গর, উদ্গার, মদ্গুর।

দ ঘ দ্ঘ উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।

দ দ দ্দ উদ্দীপন, উদ্দেশ।

দ ধ দ্ধ বদ্ধ, বুদ্ধি, উদ্ধত।

দ ভ দ্ভ উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।

ন ত ন্ত দন্ত, চিন্তা, সন্তোষ।

ন থ ন্থ মন্থন, পন্থা।

ন দ ন্দ আনন্দ, মন্দির, সিন্দূর, সন্দেহ।

ন ধ ন্ধ অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু।

প ত প্ত তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।

ব জ ব্জ অব্জ, কুব্জ।

ব দ ব্দ শব্দ, শব্দায়মান, শাব্দিক।

ব ধ ব্ধ লব্ধ, লুব্ধ, আরব্ধ।

ম প ম্প কম্প, সম্পদ, সম্পাদন।

ম ফ ম্ফ লম্ফ, গুম্ফিত।

ম ব ম্ব কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন।

ম ভ ম্ভ আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর, সম্ভোগ।

ল ক ল্ক শল্ক, বল্কল, উল্কা।

ল গ ল্গ বল্গা, ফাল্গুন।

ল প ল্প অল্প, কল্পনা, কল্পিত।

শ চ শ্চ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম।

শ ছ শ্ছ শিরশ্ছেদ।

ষ	ক	ষ্ক	শুষ্ক, পরিষ্কার, আবিষ্কৃত।
ষ	ট	ষ্ট	কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি।
ষ	ঠ	ষ্ঠ	কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর।
ষ	প	ষ্প	পুষ্প, নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন।
ষ	ফ	ষ্ফ	নিষ্ফল, নিষ্ফলতা।
স	ক	স্ক	তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত।
স	খ	স্খ	স্খলন, স্খলিত।
স	ত	স্ত	হস্ত, নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ।
স	থ	স্থ	সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থূল।
স	প	স্প	বাস্প, আস্পদ, পরস্পর।
স	ফ	স্ফ	স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

ষষ্ঠ পাঠ

মাধব

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়া লেখা পড়া শিখিত; কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না; এজন্য সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটী মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে বড় ভালবাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে প্রায় প্রতিদিন এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত।

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য চুরি করিত, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া কহিত, মহাশয়! আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া

রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন।

প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব, দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের এক খানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, কহিয়া দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইল না। পরে পুনরায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে কহিল, আমি আর কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু, কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এই রূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বিস্তর ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অতিশয় ঘৃণা হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল অবধি চুরি অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া, চুরি করিত। এ জন্য, যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটীতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে

ক ষ ণ ক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতা।
ক ষ ম ক্ষ্ম সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মা।
ঙ ক ষ ঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষা, সঙ্ক্ষেপ।
জ জ ব জ্জ্ব উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা।
ত ত র ত্ত্র পুত্ত্র, ছত্ত্র, ছাত্ত্র।
ত ত ব ত্ত্ব তত্ত্ব, মহত্ত্ব, সাত্ত্বিক।
ত ম য ত্ম্য দৌরাত্ম্য, মাহাত্ম্য।
ন ত র ন্ত্র মন্ত্র, যন্ত্র, তান্ত্রিক, মন্ত্রী।
ন ত ব ন্ত্ব সান্ত্বনা।
ন দ র ন্দ্র চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়।
ন ধ য ন্ধ্য বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।
ন ন য ন্ন্য সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।
ম প র ম্প্র সম্প্রতি, সম্প্রদায়, সম্প্রীত।
ম ভ র ম্ভ্র সম্ভ্রম, অসম্ভ্রম।
র চ চ র্চ্চ অর্চ্চনা, চর্চ্চা, অর্চ্চিত।
র চ ছ র্চ্ছ মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।
র জ জ র্জ্জ গর্জ্জন, উপার্জ্জন, বর্জ্জিত।
র দ দ র্দ্দ কর্দ্দম, দুর্দ্দিন, নির্দ্দেশ।
র দ ধ র্দ্ধ অর্দ্ধ, অর্দ্ধাশন, নির্দ্ধারিত।
র ম ম র্ম্ম কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মাণ, নির্ম্মূল।
র য য র্য্য কার্য্য, ধৈর্য্য, মর্য্যাদা।
র ব ব র্ব্ব খর্ব্ব, পর্ব্বাহ, গর্ব্বিত।

র	শ	ব	র্শ্ব	পার্শ্ব, পারিপার্শ্বিক।
ষ	ট	র	ষ্ট্র	উষ্ট্র, রাষ্ট্র।
ষ	প	র	ষ্প্র	নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবেশ।
স	ত	র	স্ত্র	অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী।

সপ্তম পাঠ

রাম

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতা মাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনী গুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না। ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলকেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কর্ম্ম করে না, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ কর্ম্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অত্যন্ত ভাল বাসে। রামকে দেখিলে তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়।

লেখা পড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহার পিতা মাতা অথবা শিক্ষক বলেন, রাম তুমি

বড় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না, এবার আমায় মাপ করুন। তার পর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম্ম করে না।

যাহা শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না; সে কখনও কানাকে কানা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া, বলিয়া ডাকে না। কানাকে কানা বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য, কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

অষ্টম পাঠ

পিতা মাতা

দেখ বালকগণ! পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাতা গর্ভে ধরিয়াছেন। পিতা জন্ম দিয়াছেন। তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভাল বাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা সে চেষ্টা করেন। তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ ও আহ্লাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চির কাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহ্লাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহ্লাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়াশান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ,

তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

অতএব, তোমরা কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে; যাহা নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সু সন্তান বলে। সু সন্তান হইলে, পিতা মাতার সুখের ও আহ্লাদের সীমা থাকে না।

নবম পাঠ

সুরেন্দ্র

সুরেন্দ্র! আমার কাছে এস। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুড়িতেছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র বলিল, হাঁ মহাশয়! যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ডেলা ছুড়িতেছিলাম। ডেলা ছুড়িলে কোনও দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটী পাখী বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ডেলা ছুড়িয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। পাখী তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ডেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ডেলা ছুড়ে, আর ঐ ডেলা তোমার গায়ে লাগে, তোমার কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়! আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ডেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে, তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেলা ছোড়া ভাল নয়।

তখন শিক্ষক কহিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িয়াছিলে, উহার গায়ে ঐ ডেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল, ডেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে সে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত। বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব দেখ, ডেলা ছোড়ায় কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়! না বুঝিয়া, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আপনকার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সুরেন্দ্র! তুমি যে দোষ করিয়া স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও ওরূপ দোষ করিবে না বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ডেলা ছোড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

দশম পাঠ

চুরি করা কদাচ উচিত নয়

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের এক খানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তক খানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক খানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু

তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচারকর্ত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসী হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটী কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।

সম্পূর্ণ